(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলাভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ

কক্সবাজার জেলা

মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজার জেলার বিভিন্ন উপজেলায় প্যারাবন রক্ষা, টেকসই ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ও টেকসই উন্নয়ন, এবং পরিবেশ রক্ষার লক্ষ্যে দুই দিনব্যাপী বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় স্থানীয়ভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে র‍্যালি, মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ এবং স্টিকার ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন উপজেলার কর্মসূচিসমূহ নিম্নরূপ:

কুতুবদিয়া উপজেলা

মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় প্যারাবন রক্ষা, টেকসই ভেড়িবাঁধ নির্মাণ ও টেকসই উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষায় দুই দিনব্যাপী সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় স্থানীয়ভাবে মাইকিং, পোস্টার, লিফলেট বিতরণ এবং স্টিকার ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

১ জুন, ২০২১, মঙ্গলবার দুপুরে কুতুবদিয়া উপজেলা সদরের বড়ঘোপ ইউনিয়ন পরিষদের সামনে করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে লিফলেট বিতরণ, পোস্টার এবং স্টিকার ক্যাম্পেইন, সচেতনতামূলক মাইকিং এবং মাস্ক বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বড়ঘোপ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আ.ন.ম. শহীদ উদ্দিন ছোটন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মোসাদ্দেক ফারুকী এবং সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর ছিদ্দিকীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী এই সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক আলাউদ্দিন আলো, সাংবাদিক আবুল কাশেসসহ কুতুবদিয়ার বিভিন্ন কমিউনিটির প্রতিনিধিবৃন্দ।

উখিয়া উপজেলা

২ জুন, ২০২১, বুধবার, উখিয়া উপজেলায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সচেতনতামূলক র‍্যালি, মাস্ক বিতরণ, মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, পোস্টার ও স্টিকার ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন উখিয়া উপজেলার বাপা নেতৃবৃন্দ। এ সময় নেতৃবৃন্দ সকলকে মাস্ক ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি অন্যদেরকেও সচেতন করার আহ্বান জানান।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

টেকনাফ উপজেলা

৪ জুন, ২০২১, টেকনাফ উপজেলায় আলহাজ্ব আলী-আছিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর উদ্যোগে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় সচেতনতামূলক কমূসূচি উপলক্ষ্যে র‍্যালি, মাস্ক বিতরণ, লিফলেট বিতরণ, মাইকিং এবং পোস্টার ও স্টিকার ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নেতৃবৃন্দ সকলকে মাস্ক ব্যবহার ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি অন্যদেরকেও সচেতন করার আহ্বান জানান।

কক্সবাজার সদর উপজেলা

৭ জুন, ২০২১, সোমবার, কক্সবাজার সদর উপজেলা সদর এলাকায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে করোনাভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনতা কর্মসূচি উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে র‍্যালি, মাস্ক বিতরণ, মাইকিং, লিফলেট বিতরণ, পোস্টার ও স্টিকার ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

মহেশখালী উপজেলা

মহেশখালী উপজেলায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে ৮ জুন, ২০২১, মঙ্গলবার করোনাভাইরাস সম্পর্কিত সচেতনামূলক কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এসময় স্থানীয়দের মাঝে মাস্ক এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়। র‍্যালি শেষে এই সচেতনতামূলক কর্মসূচির আওতায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার ও স্টিকার ক্যাম্পেইন করা হয়।

পাথরঘাটা উপজেলা, বরগুনা

মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে বরগুণা জেলার পাথরঘাটা উপজেলায় লিফলেট বিতরণ, পোস্টার ও স্টিকার ক্যাম্পেইন, সচেতনতামূলক র‍্যালি এবং মাস্ক বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

২ জুন, ২০২১, বুধবার, সকাল এগারোটায় পাথরঘাটা পৌরসভার শেখ রাসেল স্কয়ারে স্বাস্থ্যবিধি মেনে র‍্যালি, মাস্ক বিতরণ এবং পোস্টার, মাইকিং ও স্টিকার ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়।

করোনাভাইরাসের এই বিশ্ব মহামারী থেকে আত্মরক্ষায় সচেতনতামূলক এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আফজাল হোসেন, পৌর কাউন্সিলর রফিকুল ইসলাম কাঁকন, পাথরঘাটা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মির্জা শহিদুল ইসলাম খালেদ, সাংবাদিক শফিকুল ইসলাম খোকন প্রমূখ। সচেতনতামূলক র‍্যালি শেষে অনুষ্ঠিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভায় বাপা নেতৃবৃন্দ সকলকে মাস্ক ব্যবহারের পাশাপাশি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা বিষয়ে অন্যদেরকেও সচেতন করার আহ্বান জানান। সভায় বক্তাগণ সকল প্রকার দূষণকে প্রতিহত করে দেশের সকল নদ-নদীর জলাশয় এবং বনাঞ্চল রক্ষায় সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানান।

কলাপাড়া উপজেলা, পটুয়াখালী

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কলাপাড়া আঞ্চলিক শাখা এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে মহামারী করোনাভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় স্থানীয়ভাবে মাইকিং এর আয়োজন করা হয়। এর পাশাপাশি মাস্কওবিতরণ করা হয়। পরবর্তীতে করোনাভাইরাস থেকে নিজেদেরকে রক্ষার জন্য উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় পোস্টার ও স্টিকার ক্যাম্পেইন এর আয়োজন করা হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে করোনাভাইরাস প্রতিরোধে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় বান্দরবন জেলার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতায় ৪ জুন, ২০২১, শুক্রবার নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে স্বাস্থ্যবিধি মেনে একটি সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এসময় জনসাধারণের মাঝে মাস্ক এবং লিফলেট বিতরণ করা হয়। কর্মসূচি শেষে স্থানীয়ভাবে সচেতনতামূলক মাইকিং করা হয়। এই কর্মসূচির আওতায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় করোনাভাইরাস আত্মরক্ষার কৌশল সংক্রান্ত পোস্টার এবং স্টিকার ক্যাম্পেইন করা হয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উদযাপন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র উদ্যোগে দেশব্যাপী একযোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উদযাপন করা হয়। এই উদযাপনের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বাপা কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক শাখাসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিবসটি উদযাপনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে ১ জুন, ২০২১ বিকাল ৫ টায় জুম প্লাটফর্মের মাধ্যমে এক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। বাপা'র নির্বাহী কমিটির সহ-সভাপতি ডা. মোঃ আব্দুল মতিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চিক শাখায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা বিষয়ে আলোচনা হয় এবং সভায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্চিক শাখাসমূহে বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বাপা কেন্দ্রীয় কমিটি এবং আঞ্চলিক শাখাসমূহে যে সকল কর্মসূচি আয়োজিত হয় তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

"শহরের বাস্তুসংস্থানের উপর বায়ু এবং শব্দ দূষণের প্রভাব" শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস), স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ-এর যৌথ উদ্যোগে ৫ জুন, ২০২১ শনিবার সকাল ১১.০০টায় "শহরের বাস্তুসংস্থানের উপর বায়ু এবং শব্দ দূষণের প্রভাব" শীর্ষক এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা'র সভাপতি মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে আলোচক হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জনাব হুমায়ন কবির, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়; জনাব ডাঃ এ. এম. জাকির হোসেন, সাবেক পরিচালক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও রোগ নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর (আইইডিসিআর) ও আহ্বায়ক, পরিবেশ স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচী, বাপা; জনাব ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথ, জাতীয় সমন্বয়ক, ওয়ান হেলথ মুভমেন্ট বাংলাদেশ; জনাব ড. গুলশান আরা লতিফা, একাডেমিক উপদেষ্টা,

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ স্টামফোর্ড ইউনির্ভাসিটি বাংলাদেশ; জনাব ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, অধ্যাপক উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; জনাব ড. মো. কামরুল হাসান, অধ্যাপক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; এবং জনাব অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার, যুগ্ম সম্পাদক, বাপা এবং পরিচালক, স্টামফোর্ড বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)। ওয়েবিনারটি সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র সাধারণ সম্পাদক, জনাব শরীফ জামিল।

সভাপতির বক্তব্যে সুলতানা কামাল বলেন, প্রকৃতি তার সবকিছু উজাড় করে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছে অথচ আমরা প্রকৃতিকে সমূলে উজাড় করে দিচ্ছি। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রকল্পসমূহের ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত একটি মন্তব্যের বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি জনস্বাস্থ্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর যে কোন প্রকল্প যেন সামনে না এগিয়ে যায়, সে জন্য সময়মত পরিবেশগত ছাড়পত্র/অনুমতি প্রদান কিংবা না প্রদানের সিদ্ধান্ত দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করার জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের প্রতি আহবান জানান। তিনি বলেন প্রকৃতি যদি ঠিক না থাকে তবে প্রাণীজগতও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, প্রকৃতি মানুষের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ যা সংরক্ষণের দায়িত্বও আমাদের।

অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, কোভিড ১৯ এর কারণে প্রকৃতির রিস্টোরেশন হয়েছে। বায়ু ও শব্দ দূষণ এখন আর শুধু রাজধানী এবং শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ নয়, অনেকক্ষেত্রে দূষণ ছোট ছোট জেলা শহরসহ, উপজেলা ও পৌরসভা অঞ্চলে বিস্তৃতি লাভ করেছে। বড় বড় শহরগুলোতে বায়ু দূষণের মাত্রা বাংলাদেশ জাতীয় আদর্শ বায়ু মানমাত্রা ছাড়িয়ে প্রায় ৩ থেকে ৫ গুন বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজধানীর কোন এলাকাতেই দিনের বেলা শব্দ দূষণের মাত্রা জাতীয় আদর্শ মানমাত্রার মধ্যে পাওয়া যায়নি। তিনি মানুষের স্বাস্থ্য, প্রকৃতি, পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানকে রক্ষা ও সমুন্নত রাখার জন্য বায়ু ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আহ্বান জানান। হুমায়ন কবির বলেন, দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃতিকে ধংসের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এখনি তা বন্ধ করতে হবে। এ নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর কাজ করছে বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, শব্দ ও বায়ুদূষণ বর্তমানে অসহনীয় পর্যায়ে চলে গেছে। শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে মানুষের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। তিনি আরো বলেন, পরিবেশ অধিদপ্তর বিআরটিসি, বিআরটিএ এবং দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনকে তাদের সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে শব্দ ও বায়ুদূষণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করতে হবে এবং তারা সবাই এ বিষয়ে কাজ করবেন বলে নিশ্চিত করেছেন। উদ্ভিদ এর বংশবৃদ্ধি ও প্রাণিজগতের অবাধ বিচরণ ঠিক রাখতে পারলে আমাদের প্রকৃতি ভালো থাকবে, আমরা ভালো থাকবো।

ডাঃ এ. এম. জাকির হোসেন বলেন, বায়ুদূষণ ক্যান্সারসহ নানা রোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, অপরদিকে শব্দ দূষণের কারণে বয়স্ক মানুষ, নারী এবং শিশুরা সবচেয়ে বেশী ঝুঁকিতে থাকে। তিনি স্বাস্থ্যগত ক্ষতি এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য বায়ু ও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ড. গুলশান আরা লতিফা বলেন, আমরা প্রকৃতির নিকট থেকে সাধ্যের চেয়ে বেশি চাইবো আর প্রকৃতিকে ধবংস করবো এটা হতে পারেনা। প্রকৃতির ব্যবহারে আমাদের সংযমী ও মিতব্যয়ী হতে হবে। বায়ু ও শব্দদূষণের ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

ড. নীতিশ চন্দ্র দেবনাথ বলেন, মানুষ সভ্যতার ক্রমবিকাশের কারণে প্রকৃতি থেকে সরে এসেছে। তিনি বলেন, প্রকৃতি ও পরিবেশের উপর নির্দয় হওয়ার কারণে গত ৩০ বছরে প্রায় ৩৫টি নতুন রোগের সৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির সঠিক ব্যবহার না করলে প্রকৃতি আমাদের উপর প্রতিশোধ নিবে এটাই স্বাভাবিক। তাই প্রকৃতিকে সংরক্ষণে আমাদের নিজ নিজ জায়গা থেকে সবাইকে সচেতন হওয়ার আহবান জানান তিনি।

ড. মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন বলেন, নগরায়নের দূষণ আমাদের ইকোসিস্টেমের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। যেভাবে উদ্ভিদের উপর দূষণের প্রভাব পড়ছে তা অত্যন্ত ভয়ানক। ইকোসিস্টেমের প্রধান উৎস হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ, এই উদ্ভিদগুলো দূষণের ফলে এবং অত্যধিক শব্দদূষণের ফলে গাছে কোন পাখি বসতে পারছে না। তিনি আরো বলেন, উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত উভয়েরই বংশ বিস্তারে একে অন্যের সাথে কোন না কোন ভাবে সম্পৃক্ত। শব্দদূষণের ফলে পাখির এবং বায়ুদূষণের ফলে উদ্ভিদের বংশ বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

ড. মো. কামরুল হাসান বলেন, মাত্রাতিরিক্ত বায়ু ও শব্দদূষণের ফলে প্রাণিকূল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। তাদের বংশ বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। সবাই নিজ নিজ জায়গা থেকে সচেতন হলে মানুষ, প্রাণীকূল ও প্রকৃতির সহাবস্থানের মাধ্যমে একটি সুন্দর পৃথিবী গড়ে উঠবে বলে তিনি আশা করেন।

বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধারে মোংলার সুন্দরবন উপকূলে পশুর নদীর পাড়ে র‍্যালি ও মানববন্ধন

"বাস্তুতন্ত্র পুনরুদ্ধার" এই প্রতিপাদ্যেকে ধারণ করে ৫ জুন, ২০২১, শনিবার সকালে বাগেরহাট জেলার মোংলা উপজেলার সুন্দরবন উপকূলের তেলিখালি এলাকায় পশুর নদীর পাড়ে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এবং পশুর রিভার ওয়াটারকিপার এর উদ্যোগে এক র‍্যালি ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। এসময় আয়োজিত এক সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, কৃষিজমি নষ্ট করে পরিবেশ বিরোধী উন্নয়ন কর্মকান্ড বন্ধ এবং জলবায়ু ঝুঁকি থেকে সুন্দরবনসহ উপকূলের মানুষ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), মোংলার আহ্বায়ক সাংবাদিক মোঃ নূর আলম শেখ। সমাবেশে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাপা নেতা গীতিকার মোল্লা আল মামুন, গীতা হালদার, চিলা কৃষিজমি রক্ষা আন্দোলনের নেতা মোঃ আলম গাজী, বিজন কুমার বৈদ্য, জাকির মোসাল্লী, হেম রায়, আলাউদ্দিন শেখ, গৌর রায়, ইশারাত ফকির, পশুর রিভার ওয়াটারকিপার ভলান্টিয়ার শেখ রাসেল প্রমূখ।

সমাবেশে বক্তাগণ আরো বলেন, সুন্দরবনসহ প্রাকৃতিক বনাঞ্চল ও জীববৈচিত্র ধ্বংস করে শুধুমাত্র গাছ লাগালে পরিবেশ সুরক্ষা হবেনা। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে বাস্তুতন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। এর মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করা সম্ভব। দেশের প্রায় ৮০ হাজার হেক্টর জমি প্রতিবছর অকৃষি খাতে চলে যাচ্ছে। ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের ধাক্কা সামলাতেই সুন্দরবন ও উপকূলের মানুষ দিশেহারা। ঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা পেতে সুন্দরবন এবং উপকূলকে প্রস্তুত করতে হবে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় হবিগঞ্জে মানববন্ধন

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এবং খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার এর যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আরো দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ৫ জুন, ২০২১ শনিবার হবিগঞ্জ শহরের খোয়াইমুখে নদীতে নিক্ষিপ্ত আবর্জনার স্তুপের সামনে এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচিতে এলাকাবাসী বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে অংশগ্রহণ করেন।

বাপা হবিগঞ্জ'র সভাপতি অধ্যাপক মোঃ ইকরামুল ওয়াদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে মূল বক্তব্য রাখেন খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার ও বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল। মানববন্ধনে আরো বক্তব্য রাখেন তানভীর আহমেদ, শফিকুল ইসলাম বাবুল, ডাঃ আলী আহসান চৌধুরী পিন্টু, মনসুর আহমেদ, মোঃ সাইফুল ইসলাম, আবিদুর রহমান, শামসুল ইসলাম সানি, পরিমল সুত্রধর, পীযুষ দাস, ফারহান আহমেদ, আবুল কাসেম রুবেল, কিতাব আলী প্রমুখ।

মানববন্ধনে বক্তাগণ বলেন, হবিগঞ্জে পরিকল্পিত বর্জ্যব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা ও পরিকল্পনাহীনতার জন্য দিনে দিনে এটি একটি আবর্জনার শহরে পরিণত হচ্ছে। দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সকল প্রকার ময়লা আবর্জনা ফেলা হচ্ছে খোয়াই নদী, পুরাতন খোয়াই, বাইপাস সড়ক সংলগ্ন খাল, আধুনিক স্টেডিয়াম সংলগ্ন খাল, পুকুর ও জলাশয়ে যা হবিগঞ্জের পরিবেশ ও জীবনযাত্রাকে বিপন্ন করে তুলেছে।

বাপা হবিগঞ্জের সাধারণ সম্পাদক তোফাজ্জল সোহেল বলেন, হবিগঞ্জের নদী-জলাশয়গুলো বছরের পর বছর ধরে দখল-দূষণ, পলি ও আবর্জনাপতিত হয়ে অনেকাংশে বুর্জে এসেছে। শহরের খোয়াইমুখ এলাকায় খোয়াই নদীতে কয়েক বছর ধরে নিক্ষেপ করা ও জমা হওয়া বর্জ্যের স্তুপে নদীটি অনেকাংশে সঙ্কুচিত হয়ে এসেছে। এলাকাটি হয়ে পড়েছে দুর্গন্ধময় ও অস্বাস্থ্যকর।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

পরিবেশ রক্ষায় জাগরণের আহ্বান জানিয়ে সিলেটে বাপা'র নাগরিকবন্ধন

পরিবেশ রক্ষায় জাগরণের আহ্বান জানিয়ে ৫ জুন, ২০২১, শনিবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) সিলেট আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে সিলেটের জৈন্তাপুরে এক নাগরিকবন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। নাগরিকবন্ধনে সিলেট আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক আব্দুল করিম কিম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। কর্মসূচিতে স্থানীয় এলাকাবাসী বিভিন্ন দাবী সম্বলিত ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

'নাগরিক বন্ধন' বিশ্ব পরিবেশ দিবস সামনে রেখে 'নাগরিক বন্ধন'। পরিবেশ রক্ষায় জাগরণের আহ্বান জানানো হয় এই কর্মসূচি থেকে। গতকাল সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার প্রাচীন রাজবাড়ির পটতলায়। ছবি : প্রথম আলো

জীববৈচিত্র রক্ষার দাবীতে ভালুকায় বাপা'র মানববন্ধন ও সমাবেশ

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে বাপা ভালুকা শাখার উদ্যোগে ৫ জুন, ২০২১, শনিবার বাসস্ট্যান্ড চত্বরে বনভূমি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার দাবীতে এক মানববন্ধন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন বাপা ভালুকা শাখার আহ্বায়ক মো. আশরাফুল ইসলাম জর্জ এং পরিচালনা করেন শাখার সদস্য সচিব কামরুল হাসান পাঠান। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও স্থানীয় সুধীজনেরা অংশ নিয়ে দাবীর সাথে সহমত পোষণ করেন। সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতায় উপজেলার কয়েক হাজার বনভুমি ও শতাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠানসহ স্থানীয় ভুমিদস্যুদের দখলে চলে গেছে। যে কারনে অক্সিজেনের ভান্ডারখ্যাত এই ভালুকা উপজেলার প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ বিপর্যয়ের মুখে। বক্তাগণ আরো বলেন, শিল্পবর্জ্য সরাসরি নদীতে ছেড়ে দেয়ায় ক্ষীরু নদীসহ আশপাশ এলাকার খালগুলোতে পানির পরিবর্তে বইছে বিষের নহর। বক্তাগণ বনভূমি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার জোর দাবী জানান।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক বরাবর বাপা'র স্বারকলিপি প্রদান

৫ জুন, ২০২১ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বাপা ভালুকা শাখার উদ্যোগে বনভূমি, প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার দাবীতে ময়মনসিংহ জেলা প্রশাসক বরাবর এক স্বারকলিপি প্রদান করা হয়। এসময় উপস্থিত ছিলেন ভালুকা শাখার আহ্বায়ক মোঃ আশরাফুল ইসলাম জর্জ ও সদস্য সচিব কামরুল হাসান পাঠানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ভালুকা উপজেলা পরিষদে জেলা প্রশাসকের পক্ষে

স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন ভালুকা উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্বহীনতায় উপজেলার কয়েক হাজার বনভুমি ও শতাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান আজ স্থানীয় ভুমি খেকোদের দখলে। যে কারনে অক্সিজেনের ভান্ডার খ্যাত উপজেলা প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে। তারা আরো বলেন, শিল্পবর্জ্য সরাসরি নদীতে ছেড়ে দেয়ায় ক্ষীরু নদীসহ আশপাশ এলাকার খালগুলোতে পানির পরিবর্তে বইছে বিষের নহর। নদীর পানি ব্যাবহার অনুপযোগী ও বিষাক্ত। এই পানি ব্যবহার করে এলাকার লোকজন নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছে প্রতিদিন।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস ৫ জুন, ২০২১, কিশোরগঞ্জে বাপা ও পরম'র যৌথ উদ্যোগে পথ র‍্যালি, মানববন্ধন ও বৃক্ষরোপন কর্মসুচী অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে জেলা শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত নরসুন্দার তীরে আখড়াবাজার ব্রিজ সংলগ্ন শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম চত্বরে (পরম চত্বর) মানববন্ধন এবং পরে বৃক্ষরোপন রোপন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান কর্মসূচী পালন করা হয়। বৃক্ষরোপন কর্মসুচীর উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শামীম আলম। পরে বাপা কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার সভাপতি প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কিশোরগঞ্জের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ শামীম আলম। সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন পরমের আহবায়ক এবং বাপা'র কিশোরগঞ্জ জেলার সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ শরীফ সাদী, সদর উপজেলার চেয়ারম্যান মোঃ মামুন আল মাসুদ খান, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বিলকিছ বেগম, বাপা'র জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক সাইফুল ইসলাম জুয়েল, পরমের সদস্য সচিব কবি বাঁধন রায় প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাপার কিশোরগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক সাইফুল ইসলাম জুয়েল ।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে টাঙ্গাইলে বৃক্ষ রোপন ও জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধারের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে "জীববৈচিত্র পুনরুদ্ধার: ফিরিয়ে দাও আমার লৌহজং" এই শ্লোগানকে ধারণ করে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) টাঙ্গাইল আঞ্চলিক শাখা ও সবুজ পৃথিবীর উদ্যোগে ৫ জুন, ২০২১ তারিখে টাঙ্গাইল বিসিক শিল্প নগরীতে বৃক্ষ রোপন কর্মসূচী ও লৌহজং নদীর পাড়ে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. এ এস এম সাইফুল্লাহ, বিসিক শিল্প মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল হোসেন, রাফা ফুডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল মালেক, আমিনা ফার্মার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ জুগলুল হায়দার, মক্কা বেকারির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ হাসানুজ্জামান হাসান, আনিছুর রহমান, সবুজ পৃথিবীর সাধারণ সম্পাদক সহিদ মাহমুদসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি বাঁচায় দেশ" শ্লোগান নিয়ে মহেশখালীতে মানববন্ধন ও গণজমায়েত

"বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ, বাঁচায় প্রকৃতি, বাঁচায় দেশ" এই শ্লোগানকে ধারণ করো বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার যৌথ উদ্যোগে ৫ জুন, (শনিবার) সকাল ১১টায় মহেশখালী উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন বাবুর দ্বীঘি ঐতিহাসিক বটতলা চত্ত্বরে এক মানববন্ধন ও গণ জমায়েত অনুষ্ঠিত হয়। স্বাস্থ্যবিধি মেনে মানববন্ধন ও গণজমায়েত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সহ-সভাপতি শিক্ষক ও সাংবাদিক আমিনুল হক। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কবি ও লেখক জাহেদ সরওয়ার। প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহেশখালী প্রেসক্লাবের সভাপতি ও কোহেলীয়া নদী রক্ষা কমিটির আহবায়ক আবুল বশর পারভেজ। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক সংবাদকর্মী আবু বক্কর ছিদ্দিক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সেভ দ্যা ন্যাচার অব বাংলাদেশ মহেশখালী উপজেলা শাখার সভাপতি মিজানুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক নেওয়াজ কামাল, সাংগঠনিক সম্পাদক আদিব, মহেশখালী প্রেসক্লাবের সহ-সভাপতি সৈয়দ মোস্তফা আলী (বিডিআর), সাবেক সহ-সভাপতি সিরাজুল হক সিরাজ, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক এম রমজান আলী, অর্থ সম্পাদক মকছুদুর রহমান, বাপা সদস্য নজরুল ইসলাম ও পরিবেশ কর্মী লিয়াকত আলী প্রমূখ। এসময় বক্তাগণ ক্ষোভ ব্যক্ত করে বলেন, মহেশখালীর বন্যপ্রাণি ও পরিবেশ আজ বিলীন হতে চলেছে। মহেশখালীর প্যারাবন ও পাহাড়ী এলাকা ক্রমান্বয়ে নিধন হচ্ছে।

বন খেকোরা আজ বেপরোয়া। তারা কার ইশারায় পাহাড় কেটে সমতল করছে? বক্তাগণ আরো বলেন, মাতারবাড়ী কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ময়লা আবর্জনা ফেলে মহেশখালীর কোহেলিয়া নদী ভরাট এবং নদীর পানি দূষণ করে ফেলেছে। কোহেলিয়া নদী ভরাটের মধ্যে দিয়ে নদীর উপর নির্ভরশীল প্রায় তিন হাজারের অধিক জেলে পরিবারকে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। বক্তাগণ কোহেলিয়া নদী রক্ষাসহ পরিবেশ রক্ষার দাবীতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদ করার আহবান জানান।

কক্সবাজারে "জীববৈচিত্র পূনরুদ্ধার : ফিরিয়ে দাও আমার বাঁশখালী নদী" দাবীতে মানববন্ধন

কক্সবাজারের বাঁশখালী নদী রক্ষায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ এ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কক্সবাজার আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ৫জুন, ২০২১, শনিবার এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। "জীববৈচিত্র পূনরুদ্ধার : ফিরিয়েদাও আমার বাঁশখালী নদী" এই দাবীতে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে সভপাতিত্ব করেন বাপা কক্সবাজার শাখার সভাপতি ফজজুল কাদের চৌধুরী। সাধারণ সম্পাদক, কলিম উল্লাহ'র সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে স্থানীয় বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ শ্রেণি পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

চিঙ্গরিয়া খালসহ কলাপাড়া পৌরসভার সকল খাল দখল-দূষণ মুক্ত করার দাবীতে মানববন্ধন

পৌসভার সকল খাল দূষণ ও দখলমুক্ত করার লক্ষ্যে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ এ বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা ও ওয়াটারকিপারস বাংলাদেশ কলাপাড়া শাখা যৌথভাবে ৫জুন, ২০২১ কলাপাড়ায় এক মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন কলাপাড়া প্রেসক্লাবের সহসভাপতি বিশ্বাস শিহাব পারভেজ মিঠু, সাধারণ সম্পাদক এস এম মোশারফ হোসেন মিন্টু, পরিবেশ কর্মী বাপা কলাপাড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক, মেজবাহউদ্দিন মাননু, দিদার আলম বাবুল, এসকে রঞ্জন প্রমুখ। বক্তারা চিঙ্গরিয়া খালসহ কলাপাড়া পৌরসভার সকল খাল দখল-দূষণ মুক্ত করার দাবি জানান।

খাকদোন নদী ও ভারানী খালে সকল প্রকার ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ এবং শহরে ডাস্টবিন স্থাপনের দাবীতে মানববন্ধন ও গণসচেতনতামূলক কর্মসূচী

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ এ বরগুনার খাকদোন নদী ও ভারানী খালে সকল প্রকার ময়লা-আবর্জনা নিক্ষেপ বন্ধ এবং শহরে ডাস্টবিন স্থাপনের দাবীতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বাপা বরগুনা আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে এক মানববন্ধন ও গণসচেতনতামূলক কর্মসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ৫ জুন, ২০২১ শনিবার এই কর্মসূচিতে বরগুনা জেলার পুলিশ সুপারসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ অংশগ্রহণ করেন

প্রকৃতি সংরক্ষণে বগুড়ার কাহালুতে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) বগুড়া আঞ্চলিক শাখা ও বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) এর যৌথ উদ্যোগে বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলায় বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। "প্রকৃতি সংরক্ষণ করি, প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করি" এই শ্লোগানকে ধারণ করে ৫ জুন, শনিবার ১১টায় কাহালু'র উলট্ট ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন কবরাস্থানে বটবৃক্ষ সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপনের আয়োজন করা হয়। বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) এর সভাপতি ও টাংগাইল সরকারি এম এম কলেজের অধ্যাপক ডক্টর এস এম ইকবাল, বাপা বগুড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. জিয়াউর রহমান, গাবতলী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) এর সহ-সভাপতি ফজলে বারী রতন, সহ-সভাপতি মাসুম মিয়া, বাপা বগুড়া শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক এ টি এম আহসান হাবীব তালুকদার রনজু, বাপার আঞ্চলিক সদস্য নাবিউল, এম ফজলুল হক, প্রভাষক আব্দুল বাছেদ, বগুড়া প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা (স্যানো) এর সহ-সভাপতি সামছুল হক তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ আব্দুল কাদের, প্রচার সম্পাদক ও কাহালু মডেল প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম এ মতিন সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বাপা'র উদ্যোগে কুমিল্লায় বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে ৫ জুন, ২০২১ তারিখে কুমিল্লা আঞ্চলিক শাখা ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করে। এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য "বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার"-কে ধারণ করে এই বৃক্ষরোপন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। বাপা কুমিল্লা আঞ্চলিক শাখার সভাপতি ও কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ এর সাবেক

অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডাঃ মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ এর নেতৃত্বে ইস্টার্ন মেডিকেল কলেজ, কাবিলা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন জাতের প্রায় শতাধিক বৃক্ষরোপন করা হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

প্রকৃতি সংরক্ষণে বগুড়ার কাহালুতে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) বগুড়া আঞ্চলিক শাখা ও বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) এর যৌথ উদ্যোগে বগুড়া জেলার কাহালু উপজেলায় বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। "প্রকৃতি সংরক্ষণ করি, প্রজন্মকে সম্পৃক্ত করি" এই শ্লোগানকে ধারণ করে ৫ জুন, শনিবার ১১টায় কাহালু'র উলট্র ঈদগাহ মাঠ সংলগ্ন কবরাস্থানে বটবৃক্ষ সহ বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও ঔষধী বৃক্ষ রোপনের আয়োজন করা হয়। বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করেন কাহালু থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ নাজমুল হক। এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) এর সভাপতি ও টাংগাইল সরকারি এম এম কলেজের অধ্যাপক ডক্টর এস এম ইকবাল, বাপা বগুড়া শাখার সাধারণ সম্পাদক মো. জিয়াউর রহমান, গাবতলী বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কমিটির সভাপতি ও বাংলাদেশ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ফেডারেশন (বিবিসিএফ) এর সহ-সভাপতি ফজলে বারী রতন, সহ-সভাপতি মাসুম মিয়া, বাপা বগুড়া শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক এ টি এম আহসান হাবীব তালুকদার রনজু, বাপার আঞ্চলিক সদস্য নাবিউল, এম ফজলুল হক, প্রভাষক আব্দুল বাছেদ, বগুড়া প্রকৃতি ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা (স্যানো) এর সহ-সভাপতি সামছুল হক তরফদার, সাংগঠনিক সম্পাদক ডাঃ আব্দুল কাদের, প্রচার সম্পাদক ও কাহালু মডেল প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম এ মতিন সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

বাপা'র উদ্যোগে "বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা ও খনন" শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

পরিবেশ দিবস-২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র উদ্যোগে ৬ জুন, ২০২১ সকাল ৯.০০টায় "বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাপনা ও খনন" শীর্ষক এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা'র সহ-সভাপতি এবং বেন এর প্রতিষ্ঠাতা ডঃ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এবং বাপা'র সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত ওয়েবিনারে সম্মানিত আলোচক হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন, ডঃ মমিনুল হক সরকার, উপদেষ্টা, সি ই জি আই এস; ড. মোঃ খালেকুজ্জামান অধ্যাপক, লকহ্যাভেন বিশ্ববিদ্যালয় পেলসেনভিয়া, যুক্তরাষ্ট্র; শারমীন মুরশিদ, আহবায়ক, জাতীয় নদী জোট ও যুগ্ম সম্পাদক, বাপা; অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ, পরিচালক, রিভারাইন পিপল ও অধ্যাপক, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর; আফজাল হোসেন, সদস্য, চলনবিল রক্ষা জাতীয় কমিটি; নূর আলম শেখ, পশুররিভার ওয়াটারকিপার ও আহবায়ক, বাপা মোংলা আঞ্চলিক শাখা; এবং তোফাজ্জল সোহেল, খোয়াই রিভার ওয়াটার কিপার ও সাধারণ সম্পাদক, বাপা হবিগঞ্জ আঞ্চলিক শাখা।

ওয়েবিনারে সম্মানিত আতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার, সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. সুফিয়ান সেকেন্দার; মহিদুল হক খান, কোষাধ্যক্ষ, বাপা; বিধান চন্দ্র পাল, যুগ্ম সম্পাদক, বাপা; এবং ফরিদুল ইসলাম ফরিদ, সভাপতি, তিস্তা রক্ষা সংগ্রাম কমিটি।

সভাপতির বক্তব্যে ডঃ নজরুল ইসলাম বলেন, দেশের সব বড় বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে দেশের জনগণকে অন্ধকারে রেখে। জনগণের টাকায় প্রকল্প গ্রহণ ও তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে অথচ সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো দেশের মানুষকে জানানোর প্রয়োজনও মনে করে না। দুর্নীতির মনোভাব নিয়ে তারা এ ধরনের কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন, দেশের নদ-নদীর উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কারো সাথে কোন ধরনের সমন্বয় নেই। ফলে বরাদ্দের অধিকাংশ টাকা অপচয় হয়। একদিকে আদালত নদীকে জীবন্ত স্বত্ত্বা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে আর অন্যদিকে নদীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে টুকরো টুকরো করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব জায়গায় নদীগুলোকে রক্ষা করতে বলেন কিন্তু তার প্রশাসন কোথাও তা মানছেনা, যা সরকারের নদী বিষয়ে দ্বিমূখী আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ। জীবন্ত স্বত্ত্বাকে কখনও কাটা যায়না। তিনি দেশের সমস্ত গৃহীত প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিশ্চিতের দাবী জানান। সেই সাথে দেশের নদ-নদীগুলো সরু হয়ে কেন খালে পরিণত হচ্ছে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি উত্তর জানতে চান ।

ড. মুজিবুর রহমান হাওলাদার বলেন, নদীর ক্রিটিক্যাল অ্যানালাইসিস প্রয়োজন। দেশের নদ-নদীর সমস্ত তথ্য না জেনে নদী খনন করা যাবে না। এ কাজে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জবাবদিহিতার আওয়তায় আনার দাবী জানান তিনি।

ড. মমিনুল হক সরকার বলেন, আমাদের দেশের নদীপাড়ের জমিগুলো পৃথিবীর অন্যান্য দেশের নদী ঘেঁসা জমির চাইতে অনেক বেশী উর্বর। যার ফলে এদেশের মানুষের নদীকেন্দ্রিক জীবন জীবিকা বেশী গড়ে উঠে। তিনি দেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে চাপমুক্ত এবং প্রভাবমুক্ত কর্মপরিবেশ কামনা করেন।

ড. মোঃ খালেকুজ্জামান বলেন, নদী খননের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক ও পরিবেশ বান্ধব ড্রেজিং চাই। বর্তমানে যে প্রক্রিয়ায় নদীতে ড্রেজিং করা হচ্ছে তাতে শুধু দেশের জনগণের টাকার অপচয়ই হচ্ছে মাত্র। কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন। বর্তমানে বাংলাদেশে যে পরিমাণ ড্রেজার মেশিন আছে তা দিয়ে দেশের মাত্র ৪-৫% ড্রেজিং করা সম্ভব হবে। বাংলাদেশের নদী খননে ভারতের এতো গরজ কেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিস্তা নদীকে একটি চ্যানেলে পরিণত করা হবে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি ইউএন কনভেনশন রেটিফাই করার দাবীও জানান।

শারমীন মুরশিদ বলেন, নদী ও পরিবেশের উন্নয়ন নিয়ে যেখানেই কাজ হচ্ছে সেখানেই দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। তিনি বর্তমান শাসন ব্যবস্থার মধ্যে একটি জনমূখী পরিবর্তন কামনা করেন। তিনি নদী ও পরিবেশ আন্দোলনে যারা কাজ করেন তাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি ফ্রেমওয়ার্কের মাধ্যমে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, দুর্নীতিমুক্ত শাসন ব্যবস্থা গড়তে পারলে নদী, পরিবেশ ও দেশ বাঁচবে।

অধ্যাপক তুহিন ওয়াদুদ অভিযোগ করে বলেন, নদীর জীবন আছে, এটি কেটি জীবন্ত স্বত্ত্বা তা বিবেচনা করে নদী খনন করা হয় না। এক নদীকে কেটে তিন খালে পরিণত করা হচ্ছে। তিনি এ খাল পদ্ধতির অবসান দাবী করেন। সংশ্লিষ্ট মহলে নদীকে খালে পরিণত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

আফজাল হোসেন বলেন, ড্রেজিং এর পর মাটি, বালি নদীর মধ্যে রেখে দেওয়ার ফলে সেই মাটি-বালি পুনরায় নদীতে গিয়ে আবার নদীকে ভরাট করছে, এর ফলে দেশের টাকা শুধু অপয় হচ্ছে। ড্রেজিং হতে হবে প্রকৃতি ও পরিবেশ বান্ধব। তিনি পদ্মা এবং যমুনার সাথে সাথে চলনবিলকে ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর আওতায় আনার দাবী জানান।

নূর আলম শেখ বলেন, দেশের পোল্ডার এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড্রেজিং এর ফলে নদীতে মাটি-বালিফেলা এবং নদীর পাড়ের কৃষকের আবাদী জমিতে মাটি-বালি ফেলার কারণে কৃষকের কৃষি জমি নষ্ট হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হচ্ছে এবং দেশের সম্পদ হরিলুট হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি মোংলার টিলা ইউনিয়নের সাতশত একর কৃষিজমি উদ্ধারের দাবী জানান। তিনি ড্রেজিং নামের বানিজ্য বন্ধের দাবীও জানান।

তোফাজ্জল সোহেল হবিগঞ্জের পুরাতন খোয়াই ও এরাবরাক নদীসহ দেশের সমস্ত নদ-নদীকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনার দাবী করেন। তিনি নদীর জন্য ক্ষতিকর চলমান খননের পাশাপাশি অনিয়ন্ত্রিত বালি উত্তোলনের বিষয়টিও তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন দেশের নদী যারা রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে আছেন তারাই নদীকে ধ্বংস করছেন।

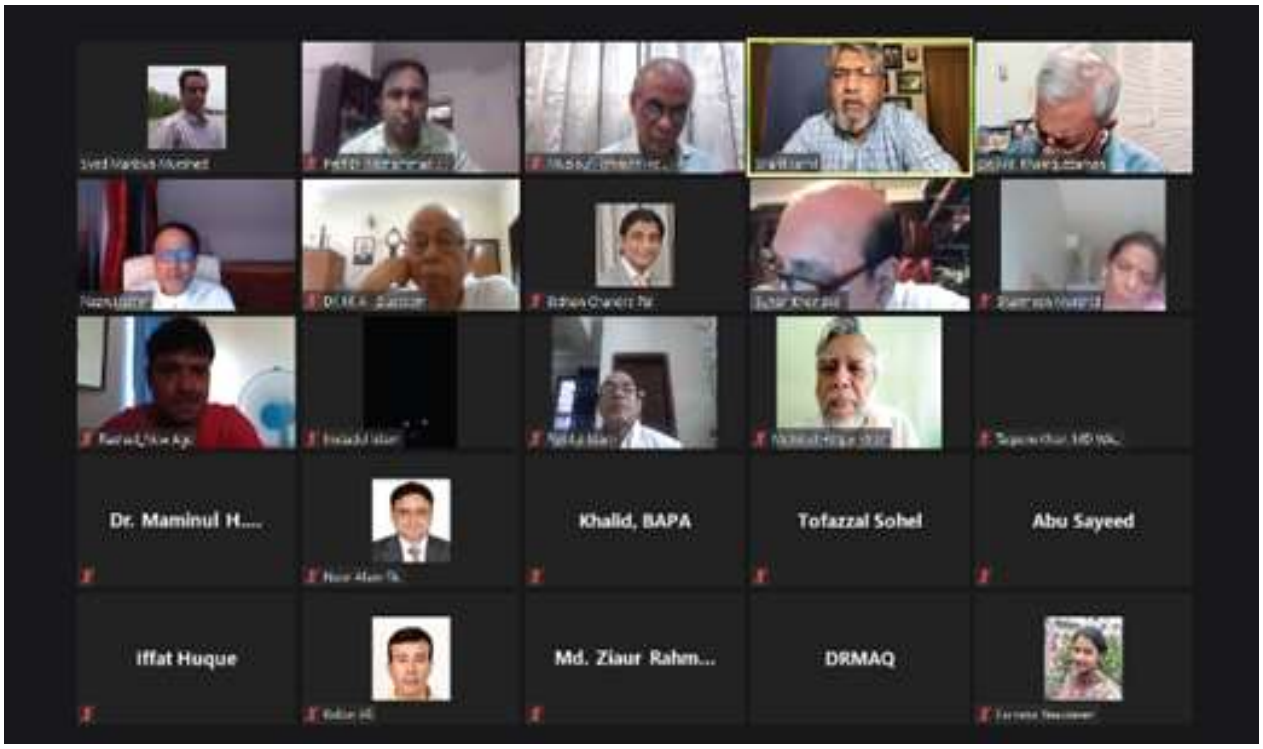

বাপা'র উদ্যোগে "ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় পরিবেশ ভাবনা"-শীর্ষক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র উদ্যোগে ৭ জুন, ২০২১ সোমবার সকাল ১১.০০ টায় "ঢাকার বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় পরিবেশ ভাবনা"-শীর্ষক এক ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়।

বাপা'র নগরায়ন ও নগর সুশাসন বিষয়ক কমিটির আহবায়ক, পরিকল্পনাবিদ স্থপতি সালমা এ শফি'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ ওয়েবিনারে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাপা'র নগরায়ন ও নগর সুশাসন বিষয়ক কমিটির সদস্য সচিব এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি)'র সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান। সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, মোঃ আশরাফুল ইসলাম, নগর পরিকল্পনাবিদ ও প্রকল্প পরিচালক, বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রকল্প, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)।

সভায় নির্ধারিত আলোচক হিসাবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, শরীফ জামিল, সাধারণ সম্পাদক, বাপা; স্থপতি ইকবাল হাবিব, যুগ্ম সম্পাদক, বাপা এবং সহ-আহবায়ক, অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ, সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্ল্যানার্স (বিআইপি); এবং পরিকল্পনাবিদ হিশামউদ্দিন চিশতী, পরামর্শক, বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা প্রকল্প।

এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন স্থপতি জেরিন হোসেন; পরিকল্পনাবিদ অধ্যাপক গোলাম রহমান; মহিদুল হক খান, কোষাধ্যক্ষ, বাপা; শারমীন মুরশিদ, যুগ্ম সম্পাদক, বাপা প্রমূখ।

স্থপতি সালমা এ শফি তার বক্তব্যে বলেন, রাজউকের গর্ভনেন্স পরির্তন করতে হবে। রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশনের কাজের মধ্যে সমন্বয় আনতে হবে। দুটি প্রতিষ্ঠান দুই মেরুর হলে সেখানে কখনও বাস্তবসম্মত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তিনি কমিউনিটিভিত্তিক পরিকল্পনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে ড্যাপ পরিকল্পনার দাবী জানান।
অধ্যাপক ড. আদিল মুহাম্মদ খান তার লিখিত বক্তব্যে বলেন, ঢাকা মহানগর এলাকার খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনাটি ঢাকা ও তার আশপাশে ১৫২৮ বর্গকিলোমিটার এলাকার ভূমি ব্যবহার, আবাসন, পরিবহণ, পানি নিষ্কাশন, পরিবেশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, বিনোদন, সামাজিক ও নাগরিক সেবা ইত্যাদি প্রদানের জন্য একটি সমন্বিত ও সামগ্রিক উদ্যোগ হিসেবে নিশ্চিত করা প্রয়োজন। রাজধানী ঢাকা দেশের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি কর্মকান্ডের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। ঢাকার পরিসর যেমন বেড়েছে, তেমনি বাসযোগ্যতা কমেছে আশংকাজনকভাবে। খসড়া বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনাটি এমন সময়ে প্রণীত হচ্ছে, যখন বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, নিউ আরবান এজেন্ডা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন করছে। সব বিচারে এই পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল।

মোঃ আশরাফুল ইসলাম বলেন, সিএস এবং আরএস রেকর্ডে যত খাল আছে তার সবগুলোই রাজউকের আওতায় নেয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে ঢাকা শহরের প্রায় ৭৪% এলাকা মিশ্র এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদের সবার লক্ষ্য সুন্দর সমৃদ্ধ শহর গঠন এবং ড্যাপ পরিকল্পনায় পরিবেশ ও প্রতিবেশকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পরিকল্পনা প্রনয়ন করা।

শরীফ জামিল বলেন, যে কোন সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়নে বাস্তবতার চেয়ে আদর্শগত অবস্থানকে গুরুত্ব দিতে হবে। সব ধরনের কাজে পরিবেশের বিষয়টির অগ্রাধিকার থাকা উচিত, কারণ পরিবেশ বিপর্যয় শুধু মানবিক বিপর্যয় তৈরী করছে না বরং এটি এখন পৃথিবী টিকে থাকার প্রশ্নে মূল বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। কাজেই বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা অবশ্যই পরিবেশ বান্ধব হতে হবে। অকার্যকর ল্যান্ডিং স্টেশনে রাস্তা নির্মাণ কিংবা নদী-খাল-পুকুর-জলাশয় এবং প্লাবন অঞ্চলসহ পুনরুদ্ধার করার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে মিশ্র এলাকা বা অন্য কোন নাম দিয়ে ড্যাপে অন্তর্ভূক্ত করাকে তিনি একটি দর্শনগত ত্রুটি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি মনে করেন প্রস্তাবিত এই ড্যাপে ঢাকাকে বাসযোগ্য নগরী হিসেবে গড়ে তোলার চেয়ে যারা পরিবেশ ধ্বংস করে অন্যায়ভাবে বিত্তশালী হয়েছে তাদেরকে পুর্নবাসনের চেষ্টা কার হয়েছে। একজন দখলদারকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে তাকে অংশীজন বানিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন কখনও গ্রহণযোগ্য নয়।

স্থপতি ইকবাল হাবিব বলেন, আমরা রাজউককে সত্যিকারের একটি জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখতে চাই। রাজউকের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ছাড়া একটি পরিকল্পিত ও জনকল্যাণমূখী ড্যাপ কখনও সম্ভব হবে না। তিনি ভূমি দস্যুদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনার দাবী জানান।

অধ্যাপক ড. আকতার মাহমুদ বলেন, টেকসই নগর গড়তে আমাদের অবশ্যই আদর্শিক বা নীতিনির্ধারণীর জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের কৃষি, জলাশয়, উদ্যান প্রভৃতি এলাকাসহ পরিবেশগত অন্যান্য সংবেদনশীল বিষয়গুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। তিনি ড্যাপ পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে রাজউকের বোর্ড এর পুনগঠন করার দাবী জানান।

ড্যাপ প্রকল্পের পরামর্শক হিশামউদ্দিন চিশতী বলেন, মানুষের চিন্তার জায়গাটি পরিবর্তন করতে হবে। শহর মানেই শুধু ইটপাথরের অট্টালিকা এখানে অন্য কিছুর স্থান নাই এই ধরনের ভাবনা থেকে আমাদের বের হয়ে আসতে হবে। ড্যাপ পরিকল্পনায় জনসাধারণ ও অংশীজনদের মতামতকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বলে তিনি মতামত প্রদান করেন।

প্রস্তাবনাসমূহ নিম্নরূপ:

- বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় ভূমি ব্যবহারে 'মিশ্র ব্যবহার' প্রস্তাবনাসমূহকে পূনর্বিবেচনার মাধ্যমে আবাসিক এলাকার বসবাসের নিরাপত্তা ও বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- বন্যা প্রবাহ এলাকার ভূমি ব্যবহার শ্রেণীর পরিবর্তন না করে সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- কৃষি এলাকায় ইকো রিসোর্ট বা বাসস্থান করার প্রস্তাবনা বাতিলের মাধ্যমে কৃষি এলাকাসমূহ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা।
- সরকারের গেজেটভূক্ত বেদখলকৃত খাল, জলাশয়সমূহ তালিকাসহ সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া।
- ভারবহন ক্ষমতা অনুযায়ী এলাকাভিত্তিক জনসংখ্যা সুনির্দিষ্ট করার উদ্দ্যেশ্যে প্লটপ্রতি বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা (ডুয়েলিং ইউনিট) নির্ধারণ করার মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
- অঞ্চলভিত্তিক ভিন্নতাকে বিবেচনায় নিয়ে বন্টনভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে একর প্রতি ডুয়েলিং ইউনিট সংখ্যা নির্ধারণ করে জনঘনত্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- প্রস্তাবিত বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় আওতাধীন সব এলাকার ঐতিহাসিক স্থাপনাসহ আদালত কর্তৃক ঘোষিত সকল স্থাপনাকে হেরিটেজ সাইট হিসেবে ঘোষণা করে তা সংরক্ষণের প্রস্তাবনা সংযোজন করতে হবে।
- ইতিমধ্যে যারা পূর্বের ড্যাপের ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন করে অনুমোদনহীনভাবে বিভিন্ন ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে তাদের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ বা ভূমি ব্যবহার পরিবর্তনের কারণে বেটারমেন্ট ফি নেয়ার ব্যবস্থা করা।
- যত্রতত্র শিল্প কারখানা যেন গড়ে না উঠে সেজন্য শিল্প এলাকা সুনির্দিষ্ট করা এবং যে শিল্প কারখানাগুলো আবাসিক এলাকাতে রয়েছে সেগুলোকে সুনির্দিষ্ট করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আবাসিক এলাকা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।
- অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই ঢাকা শহর গড়ে তুলতে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনায় পরিবেশ ও প্রতিবেশকে সর্বোচ্চ প্রাধিকার দিয়েই নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
- ইকোপার্ক-এর সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট সংজ্ঞা থাকতে হবে।
- রাজউকের এখতিয়ারভূক্ত এলাকায় সকল ঐতিহাসিক ব্যবস্থাপনা ও আদালত কর্তৃক ঘোষিত ২২০০ স্থাপনাকে ঐতিহাসিক /হেরিটেজ সাইট হিসেব করে তা সংরক্ষণের প্রস্তাবনা সংযোজন করতে হবে।
- মিশ্র বাণিজ্যিক এলাকার ভবনের আবাসিক ও বাণিজ্যিক ব্যবহারের অনুপাত, তা ব্যবহারের ধরন, সড়ক বিন্যাস ও প্রভাব বিবেচনা নিয়ে, মিশ্র এলাকার প্রস্তাবসমূহ সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- নদী টাস্কফোর্স কর্তৃক দেওয়া খালের সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে।
- জনজীবনে স্বস্তিবিনষ্টকারী, পরিবেশ বিধ্বংসী রাসায়নিক গুদাম, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কারখানা উপযুক্ত স্থানে সরিয়ে নিতে হবে।

হবিগঞ্জের মাধবপুরে পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় মানববন্ধন ও পথসভা

৭ জুন, ২০২১, সোমবার হবিগঞ্জ জেলার মাধবপুর উপজেলায় শাহ্পুর নতুন বাজারে বিশ্ব পরিবেশ দিবস '২১ উপলক্ষ্যে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও স্থানীয় গ্রামবাসী আয়োজিত 'পরিবেশ ও জীব বৈচিত্র্য রক্ষা কর, শিল্পবর্জ্যের কবল থেকে কৃষি জমি বাঁচাও, মানুষ বাঁচাও' এই আহবানে মানববন্ধন ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

পরিবেশকর্মী মোঃ আবদুল কাইয়ুমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভায় মুল আলোচক ছিলেন বাপা জাতীয় কমিটির সদস্য, খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার তোফাজ্জল সোহেল। এতে বক্তব্য রাখেন বাপা হবিগঞ্জের যুগ্ম সম্পাদক সিদ্দিকী হারুন, এলাকাবাসীর পক্ষে শামীম আহমেদ, জামাল মোঃ আবু নাসের, সাবেক জনপ্রতিনিধি মোঃ জসিম উদ্দিন, মোঃ এখলাছুর রহমান, মাওলানা সাদেকুর রহমান, জসিম উদ্দিন প্রমুখ।

তোফাজ্জল সোহেল তার বক্তব্যে বলেন, এই এলাকায় অনেক শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু অনেক কারখানাতেই 'উৎসে বর্জ্য পরিশোধন' ব্যবস্থা নিশ্চিত না হওয়ায় ব্যাপক পরিমাণে শিল্পবর্জ্যদূষণ বেড়ে যাচ্ছে। আমরা শুরু থেকেই শিল্প-কারখানার 'উৎসে বর্জ্য পরিশোধন' ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নে প্রয়োজনীয় ও সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বলে আসছি। কিন্তু পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষার ক্ষেত্রে অপরিহার্য নদ-নদী, বনাঞ্চল তথা প্রকৃতি-পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা নজরে পড়ছেনা। এছাড়া কৃষিজমিতে শিল্প স্থাপনের ফলে কৃষি জমি ধ্বংস হচ্ছে। কৃষি জমি ধ্বংস হওয়া ঠেকাতে হবে। অপরিকল্পিত শিল্পকারখানা গড়ে ওঠার চলমান প্রক্রিয়া বন্ধ না হলে ব্যাপক পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য বিপর্যয়ের মুখোমুখি হবে।

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত/ নির্দেশ দৃষ্টিগোচর হওয়ায় ৮ জুন, ২০২১তারিখে নিম্নে উল্লেখিত দেশের ৫০জন বিশিষ্ট পরিবেশ সংরক্ষণকামী নেতৃবৃন্দ নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করছেন

"অতি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি সিদ্ধান্ত/নির্দেশ মিডিয়ার মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি কোনো উন্নয়ন প্রকল্পের উপর পরিবেশগত মতামত বা ছাড়পত্র পেতে যদি অযৌক্তিক বিলম্ব হয় তাহলে ছাড়পত্র ছাড়াই সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজ শুরু করার পরামর্শ দিয়েছেন।

আমরা একমত যে, বিলম্বিত ছাড়পত্রের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনাকাংখিত খরচ এবং দেশের জনগণের উপর ঋণের বোঝা বৃদ্ধি পায়। আমরা মনে করি যে, ছাড়পত্র প্রদানের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেয়ার মাধ্যমে ইতিবাচকভাবে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। পাশাপাশি, সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের পরিবেশ অভিঘাত সংক্রান্ত মূল্যায়ন নিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও সততার সাথে প্রণীত হচ্ছে কিনা সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। বর্তমানে এসব মূল্যায়ন অনেক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক করা হয়না বা দায়সারাভাবে প্রণীত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। জাতিসংঘের স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন অভীষ্ঠমালার অধীনে পরিবেশ রক্ষার প্রতি সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পরিবেশ ছাড়পত্রের বিষয়ে শৈথিল্যের ধারায় নয়, বরং স্বল্প সময়ে দক্ষতা এবং আন্তরিকতার সাথে পরিবেশ ছাড়পত্রের প্রণয়ন নিশ্চিত করার ধারাতেই কেবল স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি পালন এবং দেশের পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব। তাই আমরা উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত/নির্দেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি জোর দাবি জানাচ্ছি। বাস্তবে যে কোনো প্রকল্পের সঠিক ও পরিবেশ অনুকূল ছাড়পত্র ছাড়া কাজ শুরু করা কোনো কাঙ্ক্ষিত বিষয় হতে পারে না। তাই আমরা দ্রুততার পাশাপাশি সম্পূর্ণ পরিবেশসম্মত ছাড়পত্র বাধ্যতামূলক ও নিশ্চিত করা এবং পরিবেশ অধিদপ্তরকে আরও দায়িত্বশীল করে তোলার বিষয়টি মূখ্য বিবেচনায় রাখার জন্যও মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।”

বিবৃতিতে স্বাক্ষরদানকারী ব্যক্তিবর্গের তালিকাঃ

সুলতানা কামাল, ড. নজরুল ইসলাম, রাশেদা কে. চৌধুরী, ড.আতিউর রহমান, স্থপতি মোবাশ্বের হোসেন, অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ তালুকদার, ডা. মো. আব্দুল মতিন, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, ড. ওয়াহিদ উদ্দিন মাহমুদ, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ড. বদিউল আলম মজুমদার, অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ, অধ্যাপক এম. এম. আকাশ, মহিদুল হক খান, শরীফ জামিল, মিহির বিশ্বাস, মো. শাহজাহান মৃধা, স্থপতি ইকবাল হাবীব, আলমগীর কবির, বিধান চন্দ্র পাল, শারমীন মুরশীদ, হাসান ইউসুফ খান, অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার, মারুফ হোসেন, স্থপতি সালমা এ শাফী, মো. তোফাজ্জল আলী, ড. মাহবুব হোসেন, রুহিন হোসেন প্রিন্স, এ. কে. এম মিজানুর রহমান, অধ্যাপক ড. সালেহ আহমেদ তানভীর, ফরিদা আকতার, স্থপতি জেরিনা হোসেন, অধ্যাপক আমিরুল আলম খান, ড. আদিল মোহাম্মেদ খান, ফাদার যোষেফ গোমেজ ওমী, সনজীব দ্রং, এম এস সিদ্দিকী, আতাউর রহমান মিটন, আমিনুর রসূল, ইবনুল সাঈদ রানা, আব্দুল করিম, তোফাজ্জল সোহেল, মো. রফিকুল আলম, ফরিদুল ইসলাম ফরিদ, জিয়াউর রহমান, জামাত খান, ড. মনজুরুল কিবরিয়া, ফজলুল কাদের চৌধুরী, নূর আলম শেখ ও এস. এম মিজানুর রহমান।

বাপা'র পরিবেশ স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি কমিটির উদ্যোগে “জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র পরিবেশ স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি কমিটির উদ্যোগে ১০ জুন, ২০২১ বৃহস্পতিবার সকাল ১১:০০টায় “জাতীয় বাজেট ২০২১-২২: স্বাস্থ্য ও পরিবেশগত দৃষ্টিকোণ" শীর্ষক এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভা ‘জুম’ প্লাটফর্মের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও রোগ নিয়ন্ত্রণ-এর সাবেক পরিচালক, ও বাপা'র পরিবেশ ও স্বাস্থ্য বিষয়ক কমিটির আহ্বায়ক ড. এ.এম. জাকির হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাপা'র পরিবেশ স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্মসূচি কমিটির সদস্য-সচিব বিধান চন্দ্র পাল।

আলোচনার বিভিন্ন পর্যায়ে অংশগ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্ণর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান, জাতীয় স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের সভাপতি ও বি এম এ এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব, কৃষি অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. এম এ সাত্তার মন্ডল, অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আনু মুহম্মাদ।

এছাড়া এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, বাপা'র কোষাধ্যক্ষ মহিদুল হক খান, বাপা'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল, যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর কবির, নির্বাহী সদস্য ফরিদা আক্তার, আতাউর রহমান মিটন এবং বাংলাদেশ ফরোয়ার্ড পার্টির অ্যাডভোকেট জিয়াউর রহমান।

মূল প্রবন্ধে বিধান চন্দ্র পাল বলেন, বাংলাদেশ একটি ঘনবসতিপূর্ণ দেশ। এছাড়া ভৌগলিক অবস্থানগত কারণে, অবকাঠামোর অপর্যাপ্ত ব্যবস্থাপনাগত দিকসহ বিভিন্ন কারণে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যেও অন্যতম। ফলে পরিবেশ সংরক্ষণ টেকসই উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া প্রয়োজন। আমরা জানি যে, জিডিপির প্রবৃদ্ধির হিসাব করতে গিয়ে মূলধনী সামগ্রীর অপচয় বাদ দিলে নীট প্রবৃদ্ধির হিসাব পাওয়া যায় (যাকে যথাক্রমে জিএনপি ও এনএনপি বলা হয়ে থাকে)। এর সঙ্গে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতির অর্থনৈতিক মূল্যায়নের হিসাব নিলে আমাদের জিডিপির বার্ষিক নীট প্রবৃদ্ধির প্রকৃত হার ৭.২ শতাংশের বদলে ৫ শতাংশের নিচে নেমে আসতে পারে বলেই আমাদের কাছে মনে হয় (যাকে গ্রীন অ্যাকাউন্টিং বা গ্রীন ফাইন্যান্সিং বলা হয়ে থাকে)। আমরা বলতে চাই, পরিবেশ সুরক্ষা একটা বহুমাত্রিক বিষয়। ফলে পরিবেশকে বাজেটে শুধু গুরুত্ব দিলেই হবে না। পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিও সামগ্রিকভাবে অগ্রাধিকার নিরূপণের ক্ষেত্রে স্পষ্ট করে তোলার প্রয়োজন আছে। তিনি বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও যুক্তি উপস্থাপন করে বাজেটটি পরিবেশের দৃষ্টিকোণ থেকে আবারও পুনর্মূল্যায়ন করে, পরিবেশ রক্ষার ওপর জোর দিয়ে এবং প্রতিবেশ ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করার ওপর গুরুত্ব দিতে সরকারের প্রতি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনায় এনে সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনার দিকে।

সভাপতির বক্তব্যে ড. এ.এম. জাকির হোসেন বলেন, পরিবেশ ও প্রকৃতির জন্য ক্ষতিকর কোনো প্রকল্প গ্রহণ করা ঠিক হবে না। কয়লা, পেট্রোল বা পলিথিন ও প্লাস্টিক পোড়ানোর ফলে যে গ্যাস তৈরি হয় তা যে শুধু বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি করে তা নয়, বরং তা মানুষের শরীরে ক্যান্সারের অন্যতম একটি কারণ বলেও তিনি মন্তব্য করেন। এসব গ্যাসের বিক্রিয়ার ফলে মানুষের ফুসফুস, রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা, বৃক্ক, যকৃত, মস্তিষ্ক, দৃষ্টিশক্তি, স্মরণশক্তি ইত্যাদি রোগাক্রান্ত হয় এবং মানুষ মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। তিনি বলেন, জিডিপি'র উন্নয়নকে এখন পৃথিবীর কোথাও সামাজিক, আত্মিক ও পরিবেশের উন্নয়ন বলে বিবেচনা করা হয় না।

ড. আতিউর রহমান বলেন, বর্তমানে কোভিড, জলবায়ু পরিবর্তন ও বায়োডাইভারসিটি গোটা বিশ্বকে ভাবিয়ে তুলেছে। কোভিডকালে আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি প্রকৃতি আমাদের কতটা সহায়ক। সরকার প্রকৃতিতে বিনিয়োগ করে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। বাংলাদেশে প্রকৃতির অন্যতম অবকাঠামো সুন্দরবন বারবার তার বুক এগিয়ে দিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করে। তিনি বলেন, ফসিল ফুয়েল ইনভেস্টমেন্ট ইজ এ ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট। রিনিউয়েরবল এনার্জি ইনভেস্টমেন্ট ইজ এ গুড ইনভেস্টমেন্ট। গুড এবং ব্যাড এর মধ্যে যে টেনশন সেটা আমরা কিভাবে মোকাবেলা করছি সে বিষয়গুলো সারা পৃথিবী এখন নজর দিচ্ছে। ফলে আমাদের বাজেটেও সেদিকে নজর দেবার প্রয়োজন আছে বলেও এ সময় তিনি উল্লেখ করেন। প্রস্তাবিত বাজেটে পঞ্চমবারের মতো পৃথক জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। বৈশ্বিক উন্নয়ন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অন্যতম ঝুঁকিতে থাকা দেশটির নাম বাংলাদেশ। সুতরাং এখানে আলাদা করে বাজেট বরাদ্দ দেবার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠছে সেটির তিনি প্রশংসা করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, এটা কতটা সফলভাবে হচ্ছে, কতটা বাস্তবায়ন হচ্ছে সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এটা একটা রিকগনিশন যে আমরা আলাদা বাজেট দিতে চেষ্টা করছি।

অধ্যাপক ডা. রশিদ-ই-মাহবুব বলেন, সাধারণত মানুষ দু'টি দিক থেকে রোগাক্রান্ত হয়ে থাকে একটি হলো পরিবেশ এবং অন্যটি মানুষের লাইফস্টাইল। সুতরাং মানুষের অসুস্থতার জন্য পরিবেশের বিষয়টি অবজ্ঞা করার কোনো অবকাশ নেই। রোগের নিরাময় করে ঔষধ কোম্পানীগুলো লাভবান হবে কিন্তু রোগকে প্রতিরোধ করতে হলে পরিবেশকে ঠিক রাখার কোনো বিকল্প নেই বলে তিনি মন্তব্য করেন।

দেশের পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন, আমাদের মনোস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন প্রয়োজন উল্লেখ করে অধ্যাপক ড. এমএ সাত্তার মন্ডল অত্যন্ত স্বচ্ছতার সাথে বাজেটের সর্বোত্তম ব্যবহার এবং চিকিৎসা বজেটের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার দাবি জনান।

অধ্যাপক আনু মুহম্মদ বলেন, আমাদের নীতি নির্ধারকদের দর্শনগত পরিবর্তন প্রয়োজন। তিনি বলেন, দেশের জিডিপি বৃদ্ধি করার দরকার তবে তা পরিবেশ, বন, নদী, পাহাড় ধ্বংসের মত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নয়। যে সমস্ত প্রকল্পের কারণে দেশের পরিবেশ

প্রতিবেশ ধ্বংস হচ্ছে এগুলো কোনোভাবেই উন্নয়ন প্রকল্প হতে পারে না বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি পরিবেশ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান খাতে বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

শরীফ জামিল বলেন, সরকারের প্রনীত এই বাজেটের মাধ্যমে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষনে দর্শনগত পরিবর্তন প্রয়োজন বলে প্রতীয়মান হয়। পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে চলমান মানবিক বিপর্যয় যাতে আরো অবনতি না হয় সে জন্য বাজেটে এ মন্ত্রণালয়কে সুপরিকল্পিতভাবে আরো অনেক বেশি বরাদ্দ দেওয়া প্রয়োজন ছিল।

ফরিদা আক্তার এ বাজেটে নারী স্বাস্থ্য, শ্রমিকের স্বাস্থ্যের মানোন্নয়ন করা এবং তামাকের উৎপাদন ও ব্যবহারে নিরুৎসাহিতকরণসহ এর উপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

বিধান চন্দ্র পাল আরো বলেন, এবারের বাজেটে পরিবেশ ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেকগুলো বিষয়ের সুস্পষ্ট কোনো প্রতিফলন আমরা খুঁজে পাই নি। এসব বিষয়ে বাস্তব পরিকল্পনা বা আর্থিক বরাদ্দও আমরা লক্ষ্য করিনি। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে: কৃষি গবেষণায় প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা আরও বৃদ্ধি করা এবং গবেষণার পরিসর আরও বিস্তৃত করা। উৎপাদিত কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় অবকাঠামো, কৃষক সংগঠন (এফএফএস), বিপণন সংগঠন, সমবায় সমিতি ও কৃষি ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে শক্তিশালী করা; প্রাণী খাদ্য, গবাদি পশুর ঔষধপত্র ও চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস ও সহজ প্রাপ্য করা, সে-সঙ্গে এগুলোর জন্য যাতে ভালো দাম পাওয়া যায়, তার জন্য বাজার-ব্যবস্থা ও বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত-করণ সুবিধার আরও উন্নয়ন করা; জেলা শহর ও মফস্বল শহরে স্থানীয় কাঁচামালভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুচ্ছ শিল্পাঞ্চল (ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রি) গড়ে তোলা, সরকারের 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পকে গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র ও মাঝারি, গুচ্ছশিল্প কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করা। জ্ঞানসমৃদ্ধ সমাজে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পকে উৎসাহিত করা, এক বছরের নিচে ও ৬৫ বছরের ওপরে সকলকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা, ঢাকার চারপাশের ৪টি নদী এবং খালগুলোকে দূষণ ও দখলমুক্ত করে খননের মাধ্যমে নাব্যতা ফিরিয়ে এনে নদীতীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির মাধ্যমে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা, বিশ্ব উষ্ণায়নের বর্তমান ধারা অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশের ১৭ শতাংশ এলাকা থেকে মানুষকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। সেই প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা; সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও লবণাক্ততা রোধ ও সুন্দরবনসহ অববাহিকা অঞ্চলের মিঠা পানি প্রাপ্তির লক্ষ্যে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া; দেশের বিস্তীর্ণ হাওড় ও ভাটি অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প গ্রহণ করা ইত্যাদি। তিনি বলেন, ওয়ান গ্রুপ ইকোনমি থেকে আমাদের মাল্টি গ্রুপ ইকোনমিতে পরিবর্তিত হওয়া প্রয়োজন। এজন্য আমাদের চাষাবাদে প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পরিবেশসম্মত বীজ ও ফসল উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। সেজন্য গবেষণা ও গবেষণার ফোকাসের পরিধি আরও বাড়ানো প্রয়োজন।

আলোচনায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাপা'র নির্বাহী সহ-সভাপতি এবং জাতীয় স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের সদস্য ডা. মোঃ আব্দুল মতিন, ব্রতীর প্রধান নির্বাহী শারমীন মুরশিদ, ডাঃ মাহমুদুর রহমান, ড. মোঃ মাহবুব হাসান মাসুদসহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, বাপার বিভিন্ন আঞ্চলিক কমিটির নেতৃবৃন্দ এবং মিডিয়া কর্মীবৃন্দ।

বেন (নিউইয়র্ক-নিউজার্সি-কানেক্টিকাট চ্যাপ্টার) এর সমন্বয়ক মোহাম্মদ হারুন এর অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র শোক বিবৃতি

বেন (নিউইয়র্ক-নিউজার্সি-কানেক্টিকাট চ্যাপ্টার) এর সমন্বয়ক মোহাম্মদ হারুন এর অকাল মৃত্যুতে বাপা'র শোক বিবৃতি প্রদান।

আমরা অত্যন্ত গভীর দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, বেন (নিউইয়র্ক-নিউজার্সি-কানেক্টিকাট চ্যাপ্টার) এর সমন্বয়ক, মোহাম্মদ হারুন ১১ জুন, ২০২১, বিকেল ৩.০০ টায় নিউইয়র্কের একটি স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না-নিল্লাহি ওয়া ইন্না-ইলার্হি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৫০ বছর।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফুসফুস ক্যান্সারে ভুগছিলেন এবং শল্য চিকিৎসা করার আগে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

তার এই অকাল মৃত্যুতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র নির্বাহী পরিষদ, জাতীয় পরিষদ, সাধারণ পরিষদ ও বাপা'র ২৫টি বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচী কমিটি এবং বাপা আঞ্চলিক শাখাসমূহের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছি।

মোহাম্মদ হারুন ছিলেন একজন বিচক্ষণ ও দেশ প্রেমিক ব্যক্তি, যিনি পরিবেশ এবং অন্যান্য প্রগতিশীল দাবী আদায়ের আন্দোলনে নিবেদিত ছিলেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রে আসার আগে পরিবেশ আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে চট্টগ্রামে বাপা'র কার্যক্রমে সক্রিয় ছিলেন। অসুস্থতা সত্ত্বেও, তিনি বেন (নিউইয়র্ক-নিউজার্সি-কানেক্টিকাট চ্যাপ্টার) অধ্যায়টিকে সক্রিয় রাখতে আগ্রহী ছিলেন। এ বছরের মার্চ মাসে তিনি মহেশখালীর কোহেলিয়া নদী ভরাটের আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে বেন-বাপা একটি নিবেদিত, সক্ষম সংগঠককে হারিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি উপলব্ধি করছে। পরিবেশ ও সমাজসেবায় তার এই অসামান্য অবদান আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৮ বছেরের কন্যা ও ১২ বছরের পূত্র সন্তানসহ অসংখ গুণগ্রাহী ও প্রিয়জন ও ভক্ত রেখে গেছেন।আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করছি ও তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।"

বরিশালে বিশ্ব পরিবেশ দিবস সম্মিলিত উদযাপন পর্ষদ এর মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, ২০২১ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি), বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি (বেলা), উন্নয়ন সংগঠন রিচ টু আনরিচড (রান) সহ স্থানীয় পরিবেশবাদী সংগঠন, সামাজিক সংগঠন, যুব সংগঠন সমন্বয়ে গঠিত 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস সম্মিলিত উদযাপন পর্ষদ' এর আয়োজনে ১৫ জুন, রোজ মঙ্গলবার, সকাল ১০.৩০ মিনিটে বরিশাল জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব জসীম উদ্দীন হায়দার, জেলা প্রশাসক, বরিশাল এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ কামরুজ্জামান সরকার, উপ-পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর; জনাব বিমল চন্দ্র দাস, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা; জনাব গাজী মাহমুদুল হাসান, সহকারি প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড বরিশাল প্রমূখ। প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর ধারণপত্র উপস্থাপন করবেন অধ্যাপক সৈয়দ আশিক-ই-ইলাহী, সহকারি অধ্যাপক, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল এবং জনাব সাইফুল ইসলাম পাইকার, সিইও, কার্বন অ্যাসিস্টেন্ট ডেভেলপমেন্ট। মতবিনিময় সভাপতিত্ব করেন জনাব রনজিৎ কুমার দত্ত। সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোঃ রফিকুল আলম, বরিশাল জেলা সমন্বয়ক, বাপা ও নির্বাহী পরিচালক রান। সভাপরিচালনা করেন শুভংকর চক্রবর্তী।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

বাপা'র উদ্যোগে "পানি দূষণ : মৃত্যুর মুখে আমাদের নদী" শীর্ষক ভার্চুয়াল ওয়েবিনার

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) গাজীপুর আঞ্চলিক শাখার উদ্যোগে ১৫ জুন, ২০২১ সন্ধ্যা ৭:৩০ মিনিটে বিশ্ব পরিবেশ দিবস ২০২১ উদযাপন উপলক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কোলজুড়ে বয়ে যাওয়া শীতলক্ষ্যা নদীর দু'পাশের দখল ও ভয়ানক দূষণের প্রেক্ষিতে "পানি দূষণ: মৃত্যুর মুখে আমাদের নদী" শীর্ষক এক ভার্চুয়াল ওয়েবিনার অনুষ্ঠিত হয়। ওয়েবিনারে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় নদী রক্ষা আন্দোলনের সমন্বয়ক এবং বাপা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সহ-সভাপতি, ডা: মো: আব্দুল মতিন। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) গাজীপুর আঞ্চলিক শাখার সাধারন সম্পাদক হাসান ইউসুফ খানের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে ওয়েবিনার শুরু হয়।

ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, ড. হারুনুর রশীদ, অধ্যাপক, মৎস্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ। নির্ধারিত আলোচক হিসেবে অংশগ্রহণ করেন ড. এসএম রফিকুজ্জামান বকুল, অধ্যাপক, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর; ড.শামীম মিয়া, অধ্যাপক, কৃষিতত্ত্ব বিভাগ পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়; ড. সাখাওয়াত হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, মৎস্য বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর; এবং ড.শাহজালাল খন্দকার সহযোগী অধ্যাপক, বস্ত্রকৌশল বিভাগ, ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

বৈজ্ঞানিক উপস্থাপনায় নদীর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, অর্থনৈতিক গুরুত্ব ও নদীর রাসায়নিক দূষণের নানান ধরন ও গবেষনা উপাত্ত তুলে ধরা হয়। নদী দূষণের ক্ষেত্রে শিল্প কারখানার মালিকদের দায়িত্বহীনতা ও আইনকে ফাঁকি দেওয়ার বিভিন্ন প্রবণতার উদাহরণ স্থান পায়। পাশাপাশি শিল্প-কারখানা কর্তৃক দূষণ প্রতিরোধে নতুন নতুন প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর সুপারিশ করা হয়। নদী দখল ও দূষণ প্রতিরোধের উপর গুরুত্ব প্রদান করে আলোচনা করেন শীতলক্ষ্যা বাঁচাও আন্দোলনের সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দ। নদীর দু'পাড়ের মানুষকে নদী সুরক্ষা বিষয়ে সচেতন, সংযুক্ত করার উপর জোর দেওয়া হয়।

এছাড়া ও উক্ত ওয়েবিনারে শীতলক্ষ্যা নদীপাড়ের নদী আন্দোলন কর্মীদের মধ্যে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বক্তব্য রাখেন কামরুল হাসান পাঠান সদস্য সচিব, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ভালুকা আঞ্চলিক শাখা; লক্ষী চক্রবর্তী, সভানেত্রী, মহিলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ শাখা ও উদ্যোক্তা- শীতলক্ষ্যা বাঁচাও আন্দোলন, নারায়ণগঞ্জ; এম হাফিজুল ইসলাম মারুফ উন্নয়ন ও পরিবেশকর্মী, সমন্বয়ক, শীতলক্ষ্যা বাঁচাও আন্দোলন ফেসবুক গ্রুপ, কালিগঞ্জ, গাজীপুর; ফয়সালখান, স্টাফরিপোর্টার, দৈনিক যায়যায় দিন; এবং মোঃ গোলাম মোস্তফা সদস্য, গ্রীনভয়েস, নরসিংদী শাখা।

ওয়েবিনারে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাপা'র কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল, জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের পরামর্শক মনির হোসেন চৌধুরী এবং বাপা কেন্দ্রীয় নদী ও জলাশয় বিষয়ক প্রোগ্রাম কমিটির সদস্য সচিব ড. মো: হালিম দাদ খান।

ওয়েবিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক এবং অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং নদী সুরক্ষার আন্দোলনকে আরও জোরদার করার জন্য ও যথাযথ কর্তৃপক্ষসহ সকলকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

"পলিথিন, প্লাস্টিক, বিপদজনক রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" কমিটির প্রথম প্রস্তুতিসভা এবং কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক ভার্চুয়াল সভা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র "পলিথিন, প্লাষ্টিক, বিপদজনক রাসায়নিক ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা" কমিটির প্রথম প্রস্তুতিসভা এবং কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক এক ভার্চুয়াল সভা ২২ জুন, ২০২১ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭:৩০টায় অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহ্বায়ক, অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক এবং সঞ্চালনা করেন কমিটির সদস্য-সচিব, আলমগীর কবির। অন্যান্যের মধ্যে সভায় উপস্থিত ছিলেন, বাপা নির্বাহী সহ-সভাপতি ডা. মো. আব্দুল মতিন, এসডু-এর মহাসচিব, অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার হাসান, বিজেএমসি'র প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মোবারক আহমদ খান, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র কোষাধ্যক্ষ, মহিদুল হক খান, সাধারণ সম্পাদক, শরীফ জামিল, যুগ্ম সম্পাদক, মিহির বিশ্বাস, সাইফুল ইসলাম পাইকার, ড. মাহবুব হোসেন, অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জমান মজুমদার, বিধান চন্দ্র পাল, হাসান ইউসুফ খান, জিয়াউর রহমান, আরিফুর রহমান, রাইহান পারভেজ, মো. সোহা-নুর রহমান, জাবেদুল আনোয়ার, শাচিনো মারমা, মানসুফা আক্তার তৃপ্তি প্রমূখ।
অধ্যাপক খন্দকার বজলুল হক বলেন, বাপা'র জন্ম লগ্ন থেকেই বাপা পলিথিন প্লাস্টিকের বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছে এবং এ আন্দোলনের প্রথম থেকেই আমি যুক্ত থেকে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছি। তিনি বলেন, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া পরিবেশ বিপর্যয় রোধ সম্ভব না, তাই তিনি রাজনৈতিক সদিচ্ছা কেন নাই সেটা খুঁজে দেখার আহ্বান জানান।

বলেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি পরিবেশের স্বার্থে রাজনীতিবীদদের ম্যানেজ করার আহ্বান জানান। প্রয়োজনে তিনি তাদেরকে বাধ্য করার দাবীও উপস্থাপন করেন। উন্নয়ন ও পরিবেশকে মুখোমুখী দাঁড় করানো হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনের আহ্বান জানান। তিনি সরকারের প্রতি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে পরিবেশের বিষয়টি সিলেবাস অন্তর্ভূক্ত করার দাবী জানান।

ডা. মো. আব্দুল মতিন বলেন, দেশের প্রভাবশালী মহল এবং রাজনীতিবিদদের উদ্বুদ্ধ করতে না পারলে দেশ থেকে পলিথিন-প্লাস্টিকদূষণ এর সরবরাহ ও প্রস্তুত কখনও বন্ধ হবে না। বাস্তবে দেশের বিদ্যমান পরিবেশ আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই তিনি স্থানীয় রাজনীতিবীদ এবং প্রশাসনকে মটিভেট করার আহ্বান জানান, রাজনৈতিক সদিচ্ছা ছাড়া পরিবেশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করা মুশকিল বলে মন্তব্য করেন তিনি।

অধ্যাপক ড. শাহরিয়ার হাসান বলেন, আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ যায়গা থেকে পলিথিন ও প্লাষ্টিকের বিষয়ে নাগরিক দায়িত্ব পালন করছি না। দেশে পলিথিন ও প্লাস্টিক বিষয়ে যে আইন বিদ্যমান আছে তা মানা থেকে আমরা দূরে আছি। আমাদের উচিত জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য এটা ব্যপকভাবে প্রচার করা যে আমরা নিষিদ্ধ বেআইনি পণ্য ব্যবহার করছি। তিনি জনগণের মধ্যে দায়িত্ববোধ সৃষ্টির আহবান জানান।

অধ্যাপক ড. মোবারক আহমদ খান বলেন, দেশে পলিথিনের বিকল্প বাজারে সরবরাহ ছাড়া এর ব্যবহার বন্ধ করা কষ্টকর হবে। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত পলিথিনের বিকল্প তৈরির কথা সভায় অবহিত করেন। তিনি বলেন, আমরা পাট থেকে পলিথিনের বিকল্প তৈরি করেছি, যেটার খরচ কম এবং সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটার নাম দিয়েছেন গোল্ডেন ব্যাগ। তিনি আরো বলেন আমরা পাটের তৈরী স্বচ্ছ পিপিই, ঢেউটিন, দরজাসহ পরিবেশবান্ধব বিভিন্ন জিনিস পত্র তৈরী করেছি। প্লাস্টিক ও পলিথিনের বিকল্প পেতে হলে রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং গবেষণা-র প্রয়োজন বলে তিনি মন্তব্য করেন।

মহিদুল হক খান বলেন, পলিথিন ও প্লাস্টিক এর ব্যবহার এখনই বন্ধ করা প্রয়োজন। পলিথিন ব্যবহার করে জ্বালানি তেল উৎপাদন কতটা পরিবেশ সম্মত সেটিও আমাদেরকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে দেখা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

শরীফ জামিল বলেন, বাপা একটি নাগরিক ও সামাজিক সংগঠন। এটির ব্যাপ্তি সারা দেশ ও বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে সেই লক্ষ্যেই আমরা কাজ করে যাচ্ছি। বাপা'র কাছে সাধারণ মানুষের অনেক আশা আকাঙ্খা রয়েছে। এটিকে ধারণ এবং লালন করার জন্য যে সাংগঠনিক শক্তি প্রয়োজন সেটি বাপা'র রয়েছে। বাপা'র কর্মকান্ডকে আরো শক্তিশালীকরণ ও ব্যাপকভাবে প্রসার করার জন্য ২০১৯ সালে বাপা নতুন কমিটি গঠনের পরে ১৭ টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি ও ৮টি সাব-কমিটি গঠন করা হয়েছে। যাতে অনেক নতুন নতুন বিষয় যুক্ত হবে এবং সমাজের অনেক মানুষ এতে যুক্ত থেকে কাজ করার সুযোগ পাবে এবং এটি সত্যিকার অর্থে একটি গণমানুষের সংগঠনে পরিণত হবে। তিনি বলেন, দেশে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং পলিথিন ও প্লাস্টিকদূষণ চরম সীমায় পৌঁছে গেছে। আকাশে মিথেন গ্যাস বৃদ্ধি পেয়েছে যা মানব শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। পরিবেশ পলিথিন-প্লাস্টিক আইন নিয়ে অনেক ফাঁক-ফোকর রয়েছে। এ সমস্ত মাল্টিপল বিষয়সহ আজকের আলোচনার যে সমস্ত সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ আসবে সেগুলো এই কমিটি সরকারের সংশ্লিষ্ট মহলে পৌঁছাবে। এ কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে তিনি কমিটির সাফল্য কামনা করেন।

সাইফুল ইসলাম পাইকার বলেন, পলিথিন ও প্লাস্টিক বাতিল করার জন্য একটি মাপকাঠি দরকার। বিএসটিআই এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে এর কোনটির স্ট্যান্ডার্ড নাই বলে তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, দেশে পরিবেশের আইনের যথেষ্ট ফাঁক-ফোকর আছে। এগুলোকে ব্যবহার করে দূষ্কৃতিকারীরা পার পেয়ে যায়। তাই তিনি এই ফাঁক-ফোকরগুলো নিয়ে কাজ করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। তিনি বিএসটিআই এর স্ট্যান্ডার্ড ইমপ্রুভ করার দাবী জানান। তিনি সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পরিবেশবাদীদের যোগাযোগ এবং সমন্বয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করেন।

মিহির বিশ্বাস বলেন, পলিথিন এখন সবার শরীরেই বিরাজমান। এ থেকে মুক্তির জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

অধ্যাপক ড. আহমেদ কামরুজ্জমান মজুমদার বলেন, আমাদের ভোগের ফলে পলিথিন ও প্লাস্টিকের ব্যবহার এতো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেন, আমরা আগে দেখতাম বালি এবং মাটির চর, এখন দেখি পলিথিন-প্লাস্টিকের চর। তিনি পলিথিন-প্লাস্টিকের পাশাপাশি টায়ার পোড়ানোর ফলে যে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয় তা বায়ুদূষণের একটি অন্যতম কারণ বলে মনে করেন।

বিধান চন্দ্র পাল চিকিৎসা বর্জ্য, গৃহস্থালী বর্জ্যসহ সবধরণের বর্জ্য বিষয়ে সুষ্ঠ পরিকল্পনার জন্য দেশের সব বিভাগীয় মেয়রদের সাথে একটি ওয়েবিনারের প্রস্তাব করেন।

জিয়উর রহমান বলেন, দেশে পলিথিনের সহজলভ্যতার ফলে এর বৃদ্ধি এতো দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনাকালীন সময়ে দেশে মেডিকেল বর্জ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ বিষয়ে আমাদের দ্রুত সরকারের সাথে আলোচনায় বসা দরকার বলে তিনি মনে করেন।

সভার সিদ্ধান্ত সমূহঃ

- চিকিৎসা বর্জ্য, গৃহস্থালী বর্জ্যসহ সবধরনের বর্জ্য বিষয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনার জন্য দেশের সব বিভাগীয় মেয়রদের সাথে একটি ওয়েবিনার আয়োজন করা।
- পলিথিনের বিকল্প তৈরি এবং সহজসভ্যতা ও সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।
- রাজনীতিবীদ এবং প্রশাসনের মধ্যে পরিবেশের ভাবনা সৃষ্টি করা।
- স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বইয়ে পরিবেশের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা।
- বিএসটিআই এর স্ট্যান্ডার্ড ইমপ্রুভ করা।
- পরিবেশ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরকে শক্তিশালীকরণ।
- সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে পরিবেশবাদীদের যোগাযোগ এবং সমন্বয় বৃদ্ধির করা।
- জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির জন্য এর ক্ষতিকর দিকগুলো বেশী বেশী করে ব্যপকভাবে প্রচার করা।
- আজকের সভায় উত্থাপিত দাবীসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জুন ২০২১

১০ টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিলের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে বিবৃতি প্রদান

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পূর্বে প্রস্তাবিত ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করার মহতী সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়ে ২৫ জুন, ২০২১ তারিখে বাপা সভাপতি সুলতানা কামাল ও সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিটি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

গত ২৩শে জুন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা দি ডেইলী সান-এ প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকারের পরিকল্পিত ১০টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প বাতিল করেছেন। গত ২১শে জুন, ২০২১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কিত প্রস্তাবনা ফাইলে প্রকল্পগুলো বাতিলের জন্য স্বাক্ষর করেন। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মর্মে ডেইলী সান পত্রিকাটি উল্লেখ করেছে।

বাংলাদেশে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন নিয়ে ২০১০ সাল থেকে বিতর্ক চলে আসছে। বিশেষ করে বাংলাদেশ পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান (২০১০) যখন তৈরি করা হয়, সেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পুর্ণ হওয়ার জন্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন কৌশল হিসেবে কয়লা জ্বলানীকে প্রাধান্য দিয়ে ২৯ টিরও বেশী প্রকল্পের প্রস্তাব করা হয়।

বাতিল করা কয়লাভিত্তিক প্রকল্পের মধ্যে বেসরকারী খাতে প্রস্তাবিত তিনটি প্ল্যান্ট, সরকারী খাতে চারটি এবং তিনটি যৌথ উদ্যোগ প্রকল্প রয়েছে। আরেকটি প্রকল্প মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছে বলে উক্ত খবরে উল্লেখ করা হয়।

প্রকল্পগুলি হলো ওরিয়ন গ্রুপের মালিকানাধীন মুন্সীগঞ্জ ৫২২ ও ২৮২ মেগাওয়াট প্রকল্প (ঢাকা ও চাট্টগ্রাম), ১৩২০ মেগাওয়াট মহেশখালী উদ্ভিদ, পটুয়াখালীর ১৩২০ মেগাওয়াট আশুগঞ্জ প্ল্যান্ট, গাইবান্ধায় ১২০০ মেগাওয়াট উত্তরবাংলা সুপার তাপ বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পাবলিক সেক্টরে ৭০০ মেগাওয়াট একটি সিঙ্গাপুর-বাংলাদেশ যৌথ-উদ্যোগ এবং ১২০০ মেগাওয়াট সিপিজিএল-সুমিতোমো কর্পোরেশন যৌথ-উদ্যোগ কেন্দ্র এবং একটি প্রস্তাবিত ১৩২০ মেগাওয়াট বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া যৌথ-উদ্যোগ প্রকল্প।

কয়লাভিত্তিক কিছু প্ল্যান্ট বাতিল করার পরেও ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ১৭,০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে। বিদ্যুৎ বিভাগ ১৩ টি প্রস্তাবিত কয়লাভিত্তিক প্ল্যান্টের সংক্ষিপ্ত কাগজে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে এ বিষয়ে অবহিত করেছে। এতে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪৮,৮৭৮ মেগাওয়াট পৌঁছে যাবে এবং কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির অবদান প্রায় ১৩,৯৯৯ মেগাওয়াট হবে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যাপক পরিবেশ দূষণ এর কারণে বিশ্বব্যাপী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনে তহবিল সংকট দেখা দেয়ায় সরকার প্রস্তাবিত এই ১০ টি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। জার্মান-ভিত্তিক সিমেন্স ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে অর্থায়ন বন্ধ করতে বলেছে বলে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। মিতসুবিশি ইউএফজে ফিনান্সিয়াল গ্রুপ, সুমিটোমো মিতসুই ফিনান্সিয়াল গ্রুপ এবং মিজুহো ফিনান্সিয়ল গ্রুপ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) এর মতো প্রতিষ্ঠানসমূহ গত এপ্রিল ও মে মাসে কয়লা প্রকল্প থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। ২০১১-১৩ সালে সিভিএফ সভাপতির সফল মেয়াদ শেষে দ্বিতীয়বারের মতো ২০২০-২২ সালের জন্য সিভিএফের সভাপতিত্ব গ্রহণ করেছে বাংলাদেশ এবং সেই সাথে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন এখন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। তাছাড়া, (জি ৭) দেশগুলি সহ আরও বেশ কয়েকটি ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলি এই বছরের শেষ নাগাদ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির জন্য আন্তর্জাতিক অর্থায়ন বন্ধে ইতিমধ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। বিশ্বকে উষ্ণায়নের সীমা ১.৫-১.০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দেওয়ার পথে বিশ্বকে রাখার পথে এটি আরও একটি শক্ত পদক্ষেপ। জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ ফোরামের (সিভিএফ) এর সভাপতি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তে তার দূরদর্শিতা এবং সঠিক নেতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বলেও আমরা বিশ্বাস করি।

নিঃসন্দেহে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং সবুজ অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ত্বরান্বিত করার পথে এটি একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ বলে বাপা মনে করে। তাই এ বিষয়ে আমরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই এবং একই সাথে দেশের সকল কয়লাভিত্তিক বাকি প্রকল্পগুলি

পর্যায়ক্রমে বন্ধ ও বাতিল করার জন্য দ্রুত একটি রোডম্যাপ তৈরী করার আহ্বান জানাই। সাথে সাথে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে পরিবেশ দূষণকারী জ্বালানী এলএনজি নয়, নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উপর শতভাগ নির্ভরতা অর্জনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আহ্বান ও প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত, বিজ্ঞানভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাচ্ছি।

কোহেলিয়া নদী রক্ষা, প্রান্তিক জেলেদের সমস্যা দূরীকরণ, পাহাড় কাটা বন্ধ করাসহ পরিবেশ রক্ষা বিষয়ে মতবিনিময় সভা

কোহেলিয়া নদী রক্ষা, প্রান্তিক জেলেদের সমস্যা দূরিকরণ, পাহাড় কাটা বন্ধ করা সহ পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার আয়োজনে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৫ জুন (শুক্রবার) বিকাল ৫ টায় ইউনুছখালী বাজারস্থ কোহেলিয়া মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির কার্যালয়ে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মোসাদ্দেক ফারুকীর সভাপতিত্বে, (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর ছিদ্দিক এর সঞ্চালনায় মোঃ ইউনুছ এর পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্যদিয়ে শুরু করে মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সহ-সভাপতি আহমদুর রহমান আরমান, সালাউদ্দিন নুরী পিয়ারু, সদস্য ফখরুল ইসলাম, জাহাঙ্গীর আলম লিয়াকত আলী, ছরওয়ার কামাল। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাপা সদস্য আলাউদ্দিন আলো, কোহেলিয়া মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি নুরুল কাদের, সাধারণ সম্পাদক মোঃ ইউনুছ, রফিকুল আলম, মুহিব উল্লাহ, ছফুর আলম, করিম উদ্দিন, আক্কাছ উদ্দিন, কামাল হোছাইন, আব্দুল গফুর, মোঃ রফিকুল ইসলাম, আব্দুল কাদের ও চাঁন মিয়া প্রমূখ।

মতবিনিময় সভায় বক্তারা কোহেলিয়া নদী রক্ষা, প্রান্তিক জেলেদের সমস্যা দূরিকরণ, পাহাড় কাটা বন্ধ করাসহ পরিবেশ রক্ষার বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন।

৯/১২, ব্লক: ডি, লালমাটিয়া, ঢাকা - ১২০৭
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
+৮৮০২-৫৮১৫২০৪১
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd